যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা আর কতদিন উপেক্ষিত থাকবেন

প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা

বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে হিসাব মিলাতে শুরু করেছেন সংসারের দায়িত্ববান একজন অভিভাবক হিসেবে। এক বুক হতাশা আর টেনশন নিয়ে ভাবছেন, এবারের ঈদে সবার মন যোগাতে পারবেন তো! একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর সাংসারিক টানাপোড়েন আর আর্থিক দৈন্যদশা তাদের নিত্যসঙ্গী। মাস শেষে কখন বেতন পাবেন, এজন্য সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সামান্য যে কয় টাকা বেতন হিসেবে পান, তা দিয়ে নিত্যদিনের খরচ যোগানো কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সবাই দিশেহারা। তার ওপর অনিয়মিত এবং অল্প বেতন বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এক দুঃসহ জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তাই আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে তাদের দুশ্চিন্তার যেন অন্ত নেই। বলা বাহুল্য, দেশের সব সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সেক্টরে 'ঈদ বোনাস' বা 'উৎসব ভাতা' প্রথা চালু থাকলেও কেবলমাত্র ২৬ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৪ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে বোনাস প্রচলন নেই। বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এই তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমান যোগ্যতা ও একই কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বৈষম্য ব্যাপক। চরম অবহেলার শিকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টসহ চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা, বাড়িভাড়া স্কেলের প্রায় অর্ধেক, তিনটি টাইম স্কেল এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতা (ঈদ বোনাস) পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা চাকরির সারা জীবনে একটি মাত্র ইনক্রিমেন্ট ও টাইমস্কেল, ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ১০০ টাকা বাড়িভাড়া হিসেবে পান! এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

আসন্ন ঈদে শুধুমাত্র এক মাসের বেতনের টাকায় একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব কিভাবে পালন করবেন, তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাবনার বিষয়। এমনিতেই ঈদ উপলক্ষে খরচের তালিকা সারা বছরের তুলনায় বেশ বড় হয়। নানামুখী আবদার আর বায়নার জন্য

চাকরিজীবী ব্যক্তির মাথা ভারি হয়ে ওঠে। ঈদের বাজারে পরিজনদের নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা আর কর্তার হতাশা, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেলায় এ চিত্র নতুন নয়। বোনাসবিহীন শুধুমাত্র এক মাসের বেতন দিয়ে সংসারের প্রাত্যহিক খরচ চালিয়ে এদের আবদার রক্ষা করা কতটুকু সম্ভব, তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। কিন্তু ঈদের মতো একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিবারের (চাকরিজীবী) কোন সদস্য যদি একসেট নতুন জামা-কাপড়ও কিনতে না পারে, তাহলে ঈদের আনন্দ আর থাকে কতটুকু? এভাবেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মা-বাবা, ভাই-বোন আর স্ত্রী-সন্তানসহ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে ঈদ বিদায় নেয়।

ঈদ বোনাস বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি। দীর্ঘদিনের রাজপথের আন্দোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দাবি আজ সব শিক্ষক-কর্মচারীর 'প্রাণের দাবি'তে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এরশাদ সরকার থেকে শুরু করে পরের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষক সমাজের বৃহত্তর অংশের এ দাবি নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে তা পূরণের আশ্বাস দিয়েছে। বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ঈদ বোনাস দেয়ার জোর আশ্বাস দিয়েছে। এমনকি গত রোজার ঈদের পূর্বেই ঈদ বোনাস দেয়া হবে বলে খবরও বেরিয়েছিল। সরকারের একের পর এক আশ্বাস বিশেষ করে বর্তমান জোট সরকারের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস করেছিল বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা। কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তারা ঈদ বোনাস পেলেন না। আসন্ন ঈদে বোনাস পাবেন এ রকম কোন লক্ষণও বোঝা যাচ্ছে না। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা ঈদ বোনাস কি পাবেন না? পেলে কবে পাবেন? তারা আর কতদিন উপেক্ষিত থাকবেন? আমরা মুখে অনেক কথাই বলি। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড', 'শিক্ষক জাতির মস্তিষ্ক'। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটিই মানতে বা বিশ্বাস করতে দেখা যায় না। কথা ও কাজের মিল থাকে না বলেই আমাদের সবদিক থেকেই অধঃপতন। এ প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, সর্বগ্রাসী অধঃপতনের হাত থেকে একমাত্র সুশিক্ষাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। এজন্যই শিক্ষক সমাজের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। একটি কথা আমাদের সবাইকেই মনে রাখতে হবে, যে দেশে শিক্ষক সমাজ অর্থকষ্টে ভোগে সে দেশে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, এটাই বাস্তব!

সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ- আর আশ্বাস নয়, এবার বাস্তবায়ন দেখতে চাই। আসন্ন ঈদের আগেই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা যাতে ঈদ বোনাস পেতে পারেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

হাসিমউদ্দিন আহমেদ, সাবুয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ